যুগান্তর

তারিখ 24 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

মন্ত্রীর নির্দেশে উলিপুর শিক্ষা অফিসের নিয়োগ স্থগিত

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের উলিপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ ৬ প্রধান শিক্ষকের কোটি টাকা নিয়োগ বাণিজ্যের মিশন ভেস্তে গেছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন শনিবার যুগান্তরে প্রকাশিত হলে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। পরে রোববার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফিজার রহমান ফিজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কুড়িগ্রামকে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের নির্দেশ দেন।

জানা যায়, জেলার উলিপুর উপজেলায় এবছর ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী-কাম প্রহরী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এসব নিয়োগে কোটি টাকার বাণিজ্যের টার্গেট নিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তার পছন্দের ৬ প্রধান শিক্ষককে পাঠদান কার্যক্রম থেকে বিরত রেখে অফিস আদেশের মাধ্যমে নিয়োগ বোর্ডে প্রতিনিধি মনোনয়ন দেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কোটি টাকা দুর্নীতির মিশন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ওই প্রধান শিক্ষকরা হলেন— নজরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম আনছারী, এম আমিনুল ইসলাম, নিয়ামুল হক সোনার, রেজাউল করিম ও জাহাঙ্গীর হোসেন। এ প্রতিনিধিরা নিয়োগ বোর্ডে নম্বর প্রদানের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ৪০টি প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য হতদরিদ্র পরিবারের আবেদনকারীদের কাছ থেকে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা উৎকোচ দাবি করেন। ইতিমধ্যে ওই শিক্ষকরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা হস্তগত করেন। নিয়োগ দুর্নীতির এ ঘটনা এলাকায় ফাঁস হলে যুগান্তরসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় এ সংক্রান্ত দুর্নীতির খবর গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার তাৎক্ষণিকভাবে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের নির্দেশ দেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুল কাদের জানান, যুগান্তর পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর মন্ত্রীর নির্দেশে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।